যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
বগুড়া।
২৩তম সংক্ষিপ্ত ব্যাচ।

ছাগল ও ভেড়া পালন সেশন- ১

এ কে এম লতিফুল বারী

২৩তম সংক্ষিপ্ত ব্যাচ।

কোর্সের বিষয়ঃ

"গবাদি পশুপালন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

কোর্সের মেয়াদ:

১ ডিসেম্বর ২০২০ হতে ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ ইং

ছাগল ও ভেড়া পালন-তাত্ত্বিক বিষয়বস্তু সমূহ

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
বগুড়া।

ছাগল ও ভেড়া পালন বিষয়বস্তুসমূহ।

লেকচার	বিষয়বস্তু	লিংক/ সহায়িকা
লেকচার - ১	ছাগল ও ভেড়া পালনের বিষয়বস্তু সর্ম্পকে আলোচনা। ছাগল ও ভেড়া পালনের গুরুত্ব, জাত পরিচিতি।	
লেকচার - ২	ছাগলের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ।	
লেকচার - ৩	ছাগল ও ভেড়ারজাত নির্বাচন।	
লেকচার - ৪	ছাগল ও ভেড়ার খাদ্য ।	
লেকচার - ৫	গর্ভবতী ছাগীর যত্ন ও পরিচর্যা।	
লেকচার - ৬	খামার পরিকল্পনা।	
লেকচার - ৭	ছাগলের বিভিন্ন রোগ ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা। (১)	
লেকচার - ৮	ছাগলের বিভিন্ন রোগ ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা। (২)	

ছাগল পালনের গুরুত্ব

ছাগল পালন অত্যন্ত সহজ। এরা আকারে ছোট, তাই জায়গা কম লাগে। এদের রোগব্যাধি গরুর তুলনায় অনেক কম। এরা অত্যন্ত উৎপাদনশীল, একটি স্ত্রী ছাগল বা ছাগী থেকে বছরে অন্তত চারটি বাচ্চা পাওয়া যায়। তাই ছাগল পালন করে সহজেই লাভবান হওয়া যায়। খুরবিশিষ্ট প্রাণীদের মধ্যে ছাগল প্রথম গৃহপালিত পশু। প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে প্রথমে বুনো ছাগলকে পোষ মানানো হয়েছিল। এরা অত্যন্ত উপকারী প্রাণী। এদের দুধ ও মাংস পুষ্টির খাদ্য। চামড়া, লোম/পশম ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্য বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়।

ছাগল পালনের সুবিধাদিঃ

- ছাগল দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। এরা ৬/৭ মাস বয়সেই প্রজননের উপযোগী হয়। ছাগী গর্ভবতী হওয়ায় প্রায় পাঁচ মাস পরেই বাচ্চা প্রসব করে এবং প্রতিবারে অন্তত ২/৩টি বাচ্চা দেয়। কাজেই একটি ছাগী থেকে বছরে অন্তত চারটি বাচ্চা পাওয়া যায়।
- ছাগল ছোট প্রাণী; তাই এদের জন্য জায়গা কম লাগে।
- এরা নিরীহ বলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও পালন করতে পারে।
- ছাগল পালনে পুঁজি কম লাগে এটি ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস।
- যে পরিবেশ বা আবহাওয়ায় গরু-মহিষ জীবনযাপন করতে পারে না ছাগল সেখানে সহজেই খাপ খাইয়ে নেয়।
- গরুমহিষের তুলনায় এদের জন্য খাদ্য কম লাগে। কারণ ছাগল খাদ্য রুপান্তরে গরুর থেকে বেশি দক্ষ।
- গরুর তুলনায় ছাগল রোগব্যাধিতে কম আক্রান্ত হয়।
- ছাগলের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। এগুলো মোলায়েম ও নরম আঁশযুক্ত সহজেই হজম হয়। খাসির মাংস সকল ধর্মের লোকের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। এদেশে ছাগলের মাংসের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি বলে বাণিজ্যিকভাবে অধিক লাভজনক।
- বাংলাদেশের বেঙ্গল ছাগলের চামড়ার গুণগতমান অতি উন্নত, তাই বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক চাহিদা। এ চামড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

ছাগলরে জাত নির্বাচন

ব্ল্যাক বেঙ্গল

যমুনাপারি

ধন্যবাদ